বিনিয়োগকারীর শিক্ষা এবং সুরক্ষা

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৭

কে. এ. এম. মাজেদুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

IOSCO (ইন্টারন্যাশনাল অর্গনাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশন্স) ২০১৭ সালের ০২ অক্টোবর থেকে ০৮ অক্টোবর বিশ্ব বিনিয়োকারী সপ্তাহ ২০১৭ পালনের ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সপ্তাহটি সব স্টেকহোল্ডারের সাথে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ একটি উচ্চ ঝুঁকি ও তথ্য সংবেদনশীল পেশাদার কাজ। বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পেশাদারী দক্ষতা এবং জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এই বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের সম্যক ধারণা প্রদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য করনীয়:
বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৩ লাখ সাধারণ বিনিয়োগকারী রয়েছে, যা মোট বিনিয়োগকারীর ৭০%। বিপুল সংখ্যক এই বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নবান হওয়া জরুরী।

১। বিনিয়োগকারীকে সঠিক পরামর্শ প্রদান
২। আর্থিক বাজার, প্রতিষ্ঠান, পণ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান
৩। মনোভাব এবং চিন্তার ধরণ পরিবর্তনে সাহায্য করা
৪। আর্থিক প্রাপ্তি ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করা
৫। যাচাই-বাছাই এর মনোভাব ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা
৬। নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলা
৭। সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠণের আকঙ্খা জাগ্রত করা

বিনিয়োগ করার সময় কি কি করতে হবেঃ
একজন বিনিয়োগকারীর তাঁর বিনিয়োগের সুরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

(ক) বিনিয়োগের দলিল-দস্তাবেজ / প্রমাণাদি পড়ে জানতে হবে, সেখানে কি কি শর্ত আছে;
(খ) বিনিয়োগের বৈধতা যাচাই করতে হবে;
(গ) বিনিয়োগের খরচ ও আয় নির্ধারণ করতে হবে;
(ঘ) বিনিয়োগের ঝুঁকি ও আয়ের সম্ভাবনা নিরূপণ করতে হবে;
(ঙ) বিনিয়োগের নিরাপত্তা ও তারল্য সংক্রান্ত বিষয়াদি জানতে হবে;
(চ) বিনিয়োগ বিকল্পটি বিনিয়োগারীর বিনিয়োগ লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা জানতে হবে;

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
ঝুঁকি হচ্ছে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং সম্ভাব্য মুনাফা সম্পূর্ণ বা আংশিক ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা। সকল বিনিয়োগেই ঝুঁকি থাকে। সকল ব্যবসা এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও ধারণ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে নেয়া হয়, যা অনিশ্চিত ও সম্ভাব্য ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। একটি কোম্পানির / ব্যবসার ঝুঁকি আর্থিক ও অনার্থিক কার্যক্রম থেকে হতে পারে। এছাড়াও কোম্পানির ব্যবসা বর্হিভূত বিভিন্ন কারণেও বিনিয়োগকৃত অর্থ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা ঝুঁকির চূড়ান্ত বাহক, যদি কোন কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায় বা অবসায়ন হয়, তাহলে শেয়ারহোল্ডাররা বিনিয়োগের সম্পূর্ণ বা একটি অংশ হারানোর সম্ভাবনা থাকে। ফলে শেয়ারহোল্ডাররাই ঝুঁকি চূড়ান্তভার বহন করে থাকে।

বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি প্রোফাইলঃ
ভবিষ্যতের আর্থিক চাহিদাসমূহের তুলনায় অনেকের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী তার সম্পদের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে বিনিয়োগের আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। বিভিন্ন সম্পদ শ্রেনীর মধ্যে ঝুঁকির তারতম্য ভিন্ন ভিন্ন । অধিক ঝুঁকির সম্পদ/

বিনিয়োগ হতে আয়ও অধিক। তাই বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পদ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । একজন বিনিয়োগকারী কতটুকু ঝুঁকি গ্রহণ করবেন তা নির্ভর করবে তার পারিপার্শ্বিক, আর্থিক ও মানসিক অবস্থার উপর। এটাই হলো বিনিয়োকারীর ঝুঁকি প্রোফাইল।

বিনিয়োগকারীকে অবশ্যই তার নিজের ঝুঁকি প্রোফাইল বুঝতে হবে। ঝুঁকি প্রোফাইল বুঝতে নীচের প্রশ্নের উত্তর বিনিয়োগকারীকে খুঁজতে হবেঃ

(১) আমি কি ধরনের বিনিয়োগকারী?

(২) আমি কি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত?

(৩) আমি কি ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক?

বিনিয়োগ শিক্ষার কৌশল

বিনিয়োগ শিক্ষা কোন নির্দিষ্ট শ্রেনী, পেশা বা বয়সের জন্য নয়, এই কার্যক্রম সর্বব্যপী, সকল জনগণের জন্য, ব্যপক এবং সুবিস্তৃত। সবার জন্য শিক্ষার মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু এক হবে না, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনী/পেশা এবং বয়সের শিক্ষর্থীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়বস্তু সবার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সহজে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য সকল বিনিয়োগকারীর দোরগোড়ায় বিনিয়োগ শিক্ষা পৌঁছুতে হবে। বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম স্বল্পমেয়াদী হবে না। একটি পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের দ্বার উম্মুক্ত থাকবে, যা ক্রমান্বয়ে সকল মানুষকে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড়গ্রহণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে।

বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা

সিকিউরিটিজে নিযুক্ত বিনিয়োগকারীদের স্বার্থরক্ষা বিএসইসি ও এক্সচেঞ্জসমূহের প্রধান লক্ষ্যগুলির একটি। পুঁজিবাজার কেবল তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন বিনিয়োগকারীরা তাদের পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের জন্য নিরাপদ মনে করে এবং তারা নিশ্চিত হয় যে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি ন্যায্য।

এক্ষেত্রে তাঁদের করণীয়ঃ

১. একজন অংশীদারের মত আচরণ করা।
২. হালনাগাদ অর্থনৈতিক তথ্যসমূহের বিষয়ে অবগত থাকা।
৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এর ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা নেয়া।
৪. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি এবং তার বিপরীতে প্রাপ্তি কি হতে পারে তা বিবেচনা করা।
৫. কোম্পানির ব্যবস্থাপনার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে।
৬. নিয়মিত বিনিয়োগ করা।
৭. গুজবে কান না দেয়া।
৮. বিনিয়োগের পোর্টফলিও ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দান।
৯. পোর্টফলিওতে নানারকম শেয়ার রাখলে তার একটি সীমারেখা করণ।
১০. প্রতিবছর অন্তত একবার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড়ের বিষয়টি পর্যালোচনা করা।
১১. সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে তোলা।
১২. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শেয়ারে মৌলভিত্তি যাচাই করা।
১৩. বাজারের উঠা-নামাতে অধৈর্য্য না হওয়া, দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগে নজর দেয়া।
১৪. বিনিয়োগকারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
১৫. ঝুঁকি গ্রহণের সক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

একটি সফল বিনিয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা আবশ্যক।

১. বিগত সময়ে মূল্য উঠানামা পর্যালোচনা।
২. বাজার, সেক্টর ও সিকিউরিটিজের মূল্য/আয় অনুপাত পর্যালোচনা।
৩. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদ, মধ্যমেয়াদ এবং দীর্ঘমেয়াদ পুঁজি বন্টনের মাধ্যমে পরিকল্পনা।
৪. বিভিন্ন সেক্টর এবং ধরনের সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মাধ্যমে পোর্টফোলিও গঠন করে বিনিয়োগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
৫. বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং লেনদেন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলা।

বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষাঃ

বিনিয়োগ সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বহুবিধ আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নিম্নে এই আইনগুলো এবং বিভিন্ন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল।

বাংলাদেশ পুঁজিবাজারে আইন অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা (বিএসইসি)ঃ

১. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ এর ধারা ২০এ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড কমিশন সন্তুষ্ট হয়ে যে কোন বিনিয়োগকারী বা সিকিউরিটিজ মার্কেটের স্বার্থে অথবা সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়নের জন্য বা করা প্রয়োজন তা করতে পারে।

২. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর দ্বিতীয় তফসিল এ প্রত্যেক স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধিকে তাহার ব্যবসা ও এতসংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনাম, দক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও সততা বজায় রাখিতে হইবে।

৩. ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩ এই প্রবিধানমালায় ব্যবসা পরিচালনা, মক্কেলের প্রতি কর্তব্য ও এতসংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে সুনাম, দক্ষতা, বিশ্বস্ততা ও সততা বজায় রাখিতে হইবে।

৪. পাবলিক ইস্যু রুলস এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ড রেগুলেশনের পরিবর্তনঃ এই পরিবর্তন পুঁজিবাজারে নতুন ইস্যু তালিকাভূক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায় যা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক হবে। এছাড়াও মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালার পরিবর্তন বিনিয়োগকারী ফান্ড ব্যবস্থাপনাও বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৫. অডিটরস প্যানেল অনুমোদনঃ এর মাধ্যমে পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৬. বিনিয়োগকারীদের জন্য স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাঃ বিনিয়োগকারীরা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সহজেই অবগত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং গুজব ও ঝুঁকি এড়িয়ে বিনিয়োগের কলাকৌশল রপ্ত করতে সমর্থ হবে।

৭. ক্লিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট কোম্পানি গঠনঃ ক্লিয়ারিং ও সেটলমেন্ট কোম্পানি গঠিত হলে ভবিষ্যতে পুঁজিবাজারে নতুন প্রোডাক্ট যেমনঃ অপশনস, ফিউচার, ডেরিভেটিভস ইত্যাদি লেনদেনের পথ সুগম হবে। যা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে । এতে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবসা সম্প্রসারনের মাধ্যমে ডিমিউচ্যুয়ালাইজড স্টক এক্সচেঞ্জের অন্যতম উদ্দেশ্যে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পথ সুগম হবে।

৮. এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ) প্রক্রিয়াকরণঃ যা বাস্তবায়িত হলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

৯. এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন অ্যাক্ট, ২০১৩ অনুমোদন। ফলশ্রুতিতে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের সুশাসন নিশ্চিত হওয়ার পথ সুগম হয়েছে। এর কারণে স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানে পৌছানোর পাশাপাশি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যাচ্ছে।

১০. কর্পোরেট গভর্ণেন্স নির্দেশিকাগুলি পালনে বাধ্য করণঃ গাইডলাইন্স বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয় এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

১১. ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনঃ এই ট্রাইব্যুনাল গঠণের মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত জটিল ও পুরোনো মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি শুরু হয়েছে। এছাড়াও পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বিধান, প্রবিধানসমূহ অনুযায়ীঃ

১. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লেনদেনের নিষ্পত্তি) প্রবিধান, ২০১৩ এ লেনদেন সম্পন্নকরণের সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেক ধারক কর্তৃক অর্থ অথবা চেক প্রদান করতে বাধ্য থাকিবে। পরিশোধে ব্যর্থ হলে এক্সচেঞ্জ ট্রেক ধারকদের নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমান জরিমানা আদায় করে থাকে।

২. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ফান্ড) প্রবিধান, ২০১৪। এই তহবিল ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠত হয় এবং তহবিলটি ট্রাষ্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এই তহবিলটি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়।

৩. ডিএসই প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক নিয়মিত পরিচালিত বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা, শিক্ষা এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রোগ্রাম, ট্রেনিং অথবা কর্মশালা ব্যাপক ভুমিকা পালন করে।

৪. ডিএসই নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করে থাকে ।

বিনিয়োগকারীগণ ক্যাপিটাল মার্কেটের মূল চালিকাশক্তি। একটি সুষ্ঠু কার্যকরী পুঁজি বাজারকে অবশ্যই বিনিয়োগকারীদের জন্য যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, বিশেষত সাধারণ ও ব্যক্তি শ্রেণীর বিনিয়োগকারীদের ।

বিগত কয়েক বছর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি সাধারণ ও ব্যক্তি শ্রেণীর বিনিয়োগকারীদের অংশ গ্রহণ বেড়েছে। পুঁজিবাজারের সার্বিক বিকাশের জন্যে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা অপরিহার্য।